সখা-সম্পাদক

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন বসু।

SECRETARY, KUSUMIKA LIBRARY.

—"Full many a gem, of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."—

Gray.

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta:

PRINTED BY NATABAR CHAKRAVARTI, AT THE SAKHA PRESS, 2, BENIATOLA LANE AND PUBLISHED FROM THE KUSUMIKA LIBRARY.

1889.

DEDICATED

To

Miss. E. A. Manning.

HONY. SECRETARY NATIONAL INDIAN ASSOCIATION.

AS A TOKEN OF SINCERE AFFECTION AND RESPECT

BY HER AFFECTIONATE
"STUDENT"

MATINDRA MOHUN BASU.

22nd January, 1889.

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।

> The mill-streams that turn the clappers
> of the world, arise in solitary places.
>
> *Helps.*

মানবগণ স্ব স্ব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সকল সাধন করিয়া জন-সমাজে খ্যাতনামা হইয়া থাকেন। কেহ স্বদেশ রক্ষার্থ মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া, কেহ স্বদেশোন্নতির জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টা এবং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা তাহা সম্পাদন করিয়া ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে জাজ্জল্যমান আছেন। প্রতাপ সিংহ, ওয়াসিংটন এবং পিটারদি-গ্রেট ইহার আদর্শ স্বরূপ। কোন মহাজন তৎসাময়িক গর্হিত কুসংস্কারাবলী সংশোধিত করিয়া নূতন পদ্ধতি অনুসারে সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন; এমন কি তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় ঘটিলেও তিনি কখন ভগ্নোদ্যম হইয়া স্বীয় জীবনের মুলমন্ত্রের অবমাননা করেন নাই। জগদ্বিখ্যাত মহম্মদ এবং লুথার ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কেহ বা লেখনী চালনা করিয়া গ্রন্থের ভাণ্ডারে অমূল্য নিধি রাখিয়া

গিয়াছেন। হোমার, কালিদাস, সেক্ষপীর ইহার উদাহরণ স্বরূপ। কোন মহারাজা সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া প্রজা-রঞ্জন পূর্ব্বক অলোপ্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি ইহার মূল দৃষ্টান্ত। চিন্তাশীল মহাভাবুকগণ আপনাদের গম্ভীর ভাবোত্থিত অকিঞ্চিৎকর ফলপ্রদ অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সক্রে-টিস্, নিউটন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এইরূপ জগতের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী মহোদয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-জাতিব উন্নতি সাধন কবিয়া গিয়াছেন। ইহারা সকলে জগ-ন্মণ্ডলে বিশেষরূপে বিদিত আছেন। তাঁহারা ঈশ্বরদত্ত অলৌ-কিক ক্ষমতা-প্রভাবে স্ব স্ব সম্প্রদায়ে পূজার পাত্র ও সম্যক্ মাননীয়। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা অভাব সত্ত্বও মানবের এমন কতকগুলি গুণ থাকিতে পারে যাহাতে তাঁহারাও স্ব স্ব সম্প্রদাযেব অনেক উন্নতি সাধন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সত্যবাদীত্ব, সচ্চরিত্রতা, ধার্ম্মিকতা, সুসাহসিকতা ও মনোন্নতি-প্রভাবে অনেকে সমাজের ও লোকের আভ্যন্তরীণ উন্নতির পথ-প্রদর্শক হইতে পারেন। এইরূপ দেশে দেশে কত উদারচেতা মহল্লোক অলক্ষ্যভাবে জন্মগ্রহণ কবিয়া অজ্ঞাতবাসে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কবিয়া এ জগৎ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জনসমাজে অপরিচিত দরিদ্র বংশোদ্ভূত লোকে প্রসিদ্ধ বিদ্বান বলিয়া পরিচিত না হইলেও

স্বকীয় গুণের দ্বারা মহদুদ্দেশ্য-সাধক হইতে পারেন। তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া বাহ্যিক প্রকৃতি ও হিতৈষীতা দ্বারা লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে অভিলাষ না করিয়া আপন মনে আপন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এরূপ লোক কি মহৎ নহেন? খ্যাতি কি সর্ব্বত্রই মহত্ত্ব পরিচায়ক? না সৎকার্য্যকলাপ, খ্যাতিপ্রদ ও মহত্ত্ব পরিজ্ঞাপক? অতএব মানব দরিদ্র ও সুবিদিত না হইলেও মহৎ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ লোক অতীব বিরল। তন্মধ্যে একজন মহাত্মার পবিত্র-জীবনীর বিষয় আলোচনা স্বরূপ দুঃসাধ্য সংকল্পে ব্রতী হইলাম। ইহাঁর নাম প্রমদাচরণ সেন। পাঠকগণ! কেহ কি ইহাঁর সহিত পরিচিত আছেন?—

ইংরাজি ১৮ই মে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ইটালী নামক স্থানে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেখানে পুলিশে কর্ম্ম করিতেন। শৈশবাবস্থায় প্রমদাচরণ তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তঃপাতী সেনহাটী নামক গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হেয়ার স্কুলে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম, যত্ন ও মনোযোগের সহিত বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় হইতে প্রমদাচরণের প্রশস্ত হৃদয়ে উৎসাহবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। যাঁহারা বাস্তবিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই তৎ-

সাধন সূচিকাজীবনগতির অনুসরণ করিতে থাকেন। সেই সময় হইতেই মনে কত উন্নত উদ্দেশ্য কল্পনা ও তাহা সম্পাদনের উপায় স্থিরীকৃত হইতে থাকে। সুবিধা পাইলেই তাহার হিত-কর অভিসন্ধি সকল কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে। প্রমদাচরণের জীবনগতি সেই ভাবেই শৈশব হইতে কর্ম্ম-রঙ্গভূমির অভিনয় আরম্ভ করিল। মাননীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (তখন তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন) মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনা যায় যে, একদিন প্রমদাচরণ মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের বিবরণ শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হন। এইরূপ জনসাধারণের কষ্টে ব্যথিত হওয়াকেই প্রকৃত দয়াদ্রতা ও সহৃদয়তা কহে। তিনি এই প্রকৃত দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সাধ্যমত ক্ষুধাতুরদিগের কষ্টনিবারণে ত্রুটি করেন নাই। অল্প পরিমাণেই হউক আব অধিক পরিমাণেই হউক তিনি এ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কখনও তিনি আত্ম অভিমান করেন নাই। আমরা বলিতে পারি ইনি ভারতের ভাগ্যে অধিকদিন জীবিত থাকিলে ইংলণ্ডের চিরস্মরণীয় দরিদ্র বন্ধু মহাত্মা হাউয়ার্ডের ন্যায় মানবের হিতকর কার্য্যে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন।

ইংরাজী ১৮৭৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তিই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য

ছিল না। সুসভ্য দেশ সকলে ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য প্রকৃষ্ট রীতি নীতির অনুসরণ করিয়া, প্রকৃতোন্নতির মূল কারণ সকল পরিজ্ঞাত হইয়া চারু কারুকার্য্যেও অন্যান্য উত্তম উত্তম বিষয়ের অনুশীলন পূর্ব্বক স্বদেশের নৈতিক, সামাজিক উন্নতিমূলক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু "গিলক্রাইষ্ট" পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হওয়ায় তিনি সেই সুদূরগামী সোপানে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। যখন একজন মহল্লোক উন্নতি পথের অনুধাবন করিতে প্রবৃত্ত হন; কুপথচালক অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তখন অন্যান্য সুবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া অহিত সাধনে লব্ধকাম হয়। কিন্তু প্রমদাচরণ ইহার আক্রমণ বিশেষ হৃদয় দার্ঢ্যের সহিত প্রতিহত করিয়া দরিদ্রতাক্রমে পরাভূত হইলেন। আর উদ্দেশ্য সফলীকৃত হইল না। অর্থাভাবে অনেক সময় যে মহাচেতানরগণ স্বকীয় কল্পনার অনুসরণ করিতে পারেন না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়? ধনহীন প্রমদাচরণের তাহাই হইল। কঠোর উদ্যমের সহিত লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা অভ্যাস করা বিফল হইল। আমাদের জননী জন্মভূমি নিজেই অভাগিনী, অতএব তাঁহার কোন প্রিয়তম পুত্র তাঁহার দুঃখ বিমোচনে কৃতসঙ্কল্প হইলে সত্বর তাহাকে অপূর্ণ মনস্কাম হইতে হয়।

অতঃপর তিনি কিছুদিন চব্বিশপরগণাস্থ নকীপুর স্কুলের

প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এবং সেই-স্কুলটী উঠিয়া যাওয়াতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সিটি কালেজের শিক্ষক শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। এই সামান্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে স্বকীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বয়সানুসারে কিম্বা পদানুসারে মানবের কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বকৃত কর্ম্মই তাহার পরিচায়ক হয়। উচ্চপদস্থ ঐশিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরই যে কার্য্যাভ্যাস থাকিবে আর একজন তদবস্থ না হইলে কার্য্যানুভ্যস্ত হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রমদাচরণ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি এরূপ কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন যে, তাঁহার উদ্যমশীলতা সর্ব্বদাই সুফল দায়ক হইত। ধৈর্য্য, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও যত্ন তাঁহার সোৎসাহ জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহার কার্য্যকলাপ সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত ছিল।

প্রমদাচরণ পাঠ করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। আপনার মনোনীত গ্রন্থই পাঠকের চরিত্র-ব্যঞ্জক ও সুখ দুঃখের মিত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রমদাচরণের পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানিও অপকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল না। ইহাও একটী তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র চিত্র। তাঁহার পুস্তক ক্রয়ের সম্বল ছিল না। নিজে যে বেতন পাইতেন তন্মধ্যে অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি আরও অধিকতর শ্রম স্বীকার করিয়া অত্যল্প বেতনে কতকগুলি

ছাত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন তাহার কিয়দংশ তিনি উত্তম পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় করিতেন। ইহা কি অনুসরণীয় মহত্ত্বের আদর্শ নহে?

অল্প উপার্জ্জিত ধনের মধ্যে অতীব কষ্টে সঞ্চিত সামান্য অর্থের দ্বারা তিনি ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "সখা" নামক সংবাদ পত্রের প্রচার আরম্ভ করিলেন। উদ্যমের পর উদ্যম, অসহ্য পরিশ্রমের উপর গুরুতর শ্রমসাধ্য ভার স্কন্ধে চাপাইলেন। তবুও যেন কাহার কৃপায় কি এক অবোধ্য ক্ষমতা প্রভাবে তাহার বহনে সমর্থ হইলেন। বালক বালিকাগণ বোধ হয় বহুল উপকার লাভ কবিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে "সখার" মঙ্গল কামনা করিল। বুঝি তাঁহারই আদেশে "সখার" দীপ্তি ক্রমে ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিকসিত হইল। অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে গমনোৎসুক শিশুদের পাদতলে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। নিশ্চিন্তভাবে "সখার" ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বঙ্গীয় বালক "সখার" মধুর উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। কেহ কি এই মহাত্মাকে সখার অধিনেতৃত্ব পদে বরণ করিয়াছিল? ইহা কি মহানুভবের স্বভাবিক গুণ লক্ষণ নহে? যে কোন সখা গ্রাহককে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে 'ইহা বাস্তবিক তাঁহার স্বকীয় অনুভব শক্তির উদাহরণ স্থল।' বালকের কথাত সত্য না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানির বিশেষ কিছু গুণ ছিল। পুস্তক মহাড়ম্বর

ও বৃহদাকার বিশিষ্ট হইলে যে উৎকৃষ্ট হয় এমন নহে। "সখা" মনোহারিনী উপকথামালা, মহৎ লোকের জীবনী ও সারগর্ভ নীতি বাক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়ঙ্গম কবিতা, লোক বিস্ময়কর কার্য্য বিবরণী, পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়গ্রাহী উপদেশ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বালকেরা সর্ব্ব প্রথমে যে পুস্তকখানি পাঠ করে, তল্লিখিত চিন্তা, উপদেশ ও আদেশ তাহারা আজীবন অন্তরে গ্রথিত করিয়া রাখে। তজ্জন্যই প্রমদাচরণ উপযুক্ত প্রণালীতে "সখার" সূত্রপাত করেন; এবং উক্ত কারণেই বালক "সখা" বালক বালিকাদিগের সুপথ প্রদর্শক অতএব সমাজের উন্নতি মূলক।

মৃত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থের দ্বারা পণ্ডিত মণ্ডলীতে সমাদৃত। তদনুসারে বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, প্রমদাচরণ বালক মণ্ডলীতে আদরনীয় ও পূজনীয়। বালকের করে "সখা" মৃত মহাত্মার কঙ্কাল আর তল্লিখিত অমূল্য উপদেশগুলি চিতা-দগ্ধ প্রমদাচরণের ভস্মাবশেষ। তিনি "সখার" জন্য যেরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিতেন তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়নযুগল দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে থাকে। কিন্তু প্রমদাচরণ ইহাকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। কিরূপে বালকদিগের উন্নতি হইবে, কিরূপে তাহারা সুপথে চালিত হইবে এই চিন্তাই তাঁহার অন্তরে সতত জাগ্রত থাকিত। ইহাই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহাই সাধন করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ক্লেশকে বালকবন্ধু নিরুপম

আনন্দ বলিয়া অনুভব করিতেন। ধন্য তাঁহার জীবন! ধন্য তাঁহার উদ্দেশ্য! প্রকৃত মহাত্মাদিগের জীবনানুশীলন করিলে এইরূপ মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রভূত পরিশ্রমের ফল ক্ষয়-কাশ ব্যাধি-গ্রস্থ হইয়া স্বদেশ হিতৈষী যুবক প্রমদাচরণ সেন ষড়বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে ১৮৮৫ সালের ২১শে জুন রবিবার মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অন্তঃকরণে যে সকল শোকের অবির্ভাব হয় তন্মধ্যে চিরসাধের সখা "সখা" বিচ্ছেদ, কষ্টের ধন গ্রন্থ সকল হইতে বিচ্ছেদ এবং রোরুদ্যমান বালকদিগের নিকট হইতে বিদায়ই সর্ব্বপ্রধান। দীপ নির্ব্বাণ হইল। ভারতের কি অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল না?

শোক-সঙ্গীত।

"* Blame me not, if false I be
"Twas love that wak'd the fond excess."
Moore.

ফুটে কত ফুল সংসার বিপিনে,
কীটের দংশনে ঝরে নিরজনে,
শুকায় কুসুম বনের মাঝার,
কেহ নাহি জানে কি গুণ তাহার।
কাননে সমীর গায় তার গুণ,
গায় মধুপেরা করি গুণ গুণ,
পিকের মধুর কুহু কুহু রব,
শুনায় সতত তাহার গৌরব।
সুধার আধার অলির ঝঙ্কার,
অনিবার তার গুণ অলঙ্কার :
সেরূপে কত যে মহৎজীবন
যায় অসময়ে শমন ভবন ;
যাঁহারা অতুল শত উপকারে
পুরাইত দীন ভারত ভাণ্ডারে,

যাঁদের জীবনে দেশের জীবন,
যাঁদের মরণে দেশের পতন।
ইহাঁদের মাঝে প্রমদা চরণ
ভারত ভূষণ অমূল্য রতন
কাটায়ে জীবন দেশের মঙ্গলে
সুখের নিলয়ে গিয়াছেন চ'লে।
কেন রে শমন হরিলি এ ধনে ?
সাধিলি কি কাজ ইহাঁর জীবনে ?
একেই ভারত রহিয়াছে দীন,
আবার করিলি এ নিধি বিহীন।
বিধি নাহি তোর নিঠুর বিধাতা,
নাহি শোক তাপ নাহিক মমতা,
কেবল মুকুলে ছিঁড়িস প্রসুন
কাঁদে অলিকুল কবি গুণ গুণ।
না ফুরাতে লীলা কেনরে নিয়তি
লইতে ইহাঁকে হ'ল তোর মতি ?
দেখ্ বালকেরা কাঁদিতেছে কত
জনক-বিহীন তনয়ের মত।
কে ঢালিবে সুধা সবার ভিতরে
বাণী মধুমাখা বালকের তরে,
ভাল উপকথা ভাল উপদেশ
ভালবাসা তাঁর হইয়াছে শেষ।

বিনয় পূরিত সুনীতি বচন
পাইব না আর শুনিতে কখন
ফুরিয়েছে তাঁর প্রীতির আদর,
সুখের কামনা হিতের আকর।
গিয়াছ অকালে প্রমদা চরণ
সুখের ভবন প্রমোদ কানন;
কাঁদিতেছে কত সখা হীন "সখা"
তোমার স্নেহের বালক বালিকা।
বারেক সাদরে কর বিলোকন
শিশুদের প্রতি পিতার মতন :—
তোমায় হেরিতে বড়ই বাসনা,
যদিও তোমায় কখন পাবে না।
ভুলে নাই "সখা" তোমার যতন,
ভুলে নাই শিশু তোমার বচন,
থাকিয়ে আমোদে ত্রিদশ আলয়ে
ভুলেছ কি তুমি বালক নিচয়ে?
কতই বাসনা ছিল তব মনে
দুখিনী মাতার দুখ বিমোচনে
পুরাইতে আহা! চিরদিন সাধ
পেয়েছ অভাগা কতই বিষাদ।
ছাড়িয়া সতত আহার বিহার,
রবির কিরণে মলিন আকার,

পরহিত তরে গরিবের বেশে,
বেড়িয়েছ কত এদেশ সে দেশে
পর দুখে দুখী ছিলে অবিরত,
পরের ক্ষুধায় আপনি ক্ষুধিত,
শুনিলে কখন দীন বিবরণ
হইতে অমনি বিষাদ মগন।
বালকের গলে সরলতার হার
পরাতে বড়ই বাসনা তোমার
সাজাতে বালকে সুগুণ ভূষণে
কতই উপায় ভেবেছিলে মনে
নবীন তপন লোহিত বরণে
দেখা দিয়া তাই পূরব গগনে,
কোথা লুকাইল মেঘ আবরণে
ভূলে যাই পথ তামস কাননে।
হেরিয়া জলদে ডাকিল চাতক
"দে জল" "দে জল" তৃষা-নিবারক,
দেখিতে দেখিতে লুকাইল হায়!
অমনি বারিদ মোহের ছায়ায়।
হেরিয়া চকোর পূর্ণিমার শশী
সদা সুধাময় শান্তির সরসী,
গাইল যেমনি হরষিত মনে
ঢাকিল চন্দ্রমা ঘন আবরণে।

শ্যামল পাদপ বাড়িতে বাড়িতে
বহিল পবন প্রবল বেগেতে
ভাঙিল বিটপ ছিঁড়িল ছদন
নিমেষে হইল সমূলে পতন।
মানস তরণী তুলিতে রতন
নামিলে সলিলে হইল মগন,
থাকে যেই ভাবে মুকুতা শুকুতি
ছোট তরী খানি রহিল তেমতি।
এত যাদু তোর কুহকিনী আশা!
বিধির সৃজনে করিস্ তামাসা,
দেখাস্ মানবে নিমেষের সুখ
আবার তখনি হইস্ বিমুখ।
অয়ি বিনোদিনি মোহিনি ললনে!
পারিস্ পুরাতে আমার মননে?
অমরাবতীতে লইয়া স্বপনে
পারিস্ দেখাতে প্রমদাচরণে?
যথায় সতত করিছে বিরাজ
সুখের শরৎ চারু ঋতুরাজ,
পাপিয়া কোকিল নিষাদ ঋষভে
মোহিছে যেখানে দেবেশ বাসরে।
যেখানে নারদ তানপুরা তানে
মোহেন সবায় হরিগুণ গানে,

অপ্সরা উর্ব্বশী নাচিয়া গাহিয়া
লইছে সুরের হৃদয় কাড়িয়া।
নাহি কালাকাল গোলাপ কমল
সতত যেখানে রূপে ঢল্ ঢল্
প্রদোষে মলয় লইয়া সুবাস
মাতাইছে সব অমর নিবাস।
হেরিয়া সেথানে প্রমদাচরণে
কবিতা অঞ্জলী দিব হৃষ্টমনে ;
পূজিবার ধন পূজিব যতনে
বারেক তাঁহায় হেরিব নয়নে।
যাক্ দূরে যাক্ মেঘ আবরণ
দেখিতে পাইব প্রমদা আনন ;
হাঁসি হাঁসি মুখে প্রীতির আভাস
দেখিব আবার হইতেছে আশ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
Secretary, Kusumika Library.